

নিত্যঃ সর্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্বকারণম্ । বেদগুহ্য গভীরাত্মা নানানিগূঢ়দ্বয়ো নব
ইত্যাদি । স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতে: পরমব্যয়ম্ । শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটি-
সমপ্রভম্ ॥ চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ । আধারং সর্বভূতানাং
সর্বপ্রলয়বর্জিতমিত্যাदि । দ্রব্যতত্ত্বং শূণ্ ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ । সর্বভোগ-
প্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ । ভবন্তি তাদৃশা বহ্ন্যস্তদ্বৎকাপি তাদৃশম্ । গন্ধরূপং
স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ॥ হেয়াশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্বি তৎ ।
স্বগ্-বীজকৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যন্তবেৎ । সর্বং তদৌতিকং বিদ্ধি ন হত্ভূতময়ঞ্চ
তৎ ॥ রসস্ত্র যোগতো ব্রহ্মন্ রসঃ স্ত্রাৎ ব্যাপকঃ পরঃ ॥ রসবৎ ভৌতিকং দ্রব্যমত্র
স্ত্রাৎ রসরূপকমিতি । বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতমত্রয়োরিহ । অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্
তত্ত্ববিষ্টিবিচারিত ইত্যাদি ॥ মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাং কণিকা যথা । জায়ন্তে
তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃত্তাঃ ॥ আগ্নেয়াহুভয়োস্তদ্বদান্ধ্রসহস্রশঃ । সঞ্জাতাঃ
সর্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্ত্যমূর্ত্তস্বরূপতঃ ॥ ইত্যাদি । কিন্তু শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিসু স্বস্বোপাসন-
শাস্ত্রানুসারেণাপরোহপি বিশেষঃ কশ্চিজ্জ্ঞেয়ঃ । জীবনিরূপণক্ষেদং ন ঘটন্তে উদ্ভব
ইত্যনুসারেণোপাধিসহিতমেব কৃতম্ । নিরূপাধিকন্তু, বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রাক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাতথাপরা । অবিদ্বাকর্ম্মসংজ্ঞাতা তৃতীয়াশক্তি রিষ্যতে ॥ ইতি
বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ । তথা, অপরেয়মিতস্ত্র্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ । জীব-
ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ষ্যতে জগদিতি, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ
ইতি চ গীতানুসারেণ । তথা, যৎ ঘটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বস্বৈত্যাং বিনির্গতম্ । রঞ্জিতং
গুণরাগেণ ন জীব ইতি কথ্যত ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১ ॥ ২ ॥
হরির্যোগেশ্বরো নিমিম্ ॥ ১১৮ ॥

তদেবমুপদিষ্টা ভাগবতসংস্থ মুচ্ছিতকষায়াদয়ো মহদ্ভেদাঃ । ভাগবত-
সম্মাত্রভেদাশ্চ তৎসম্মাত্রভেদেষু অর্চ্যায়ামেব হরয়ে ইত্যাদিনা তত্ত্বগুণাবি-
র্ভাবতারতম্যাং লক্ষ্যতারম্যাঃ কতিচিৎ দর্শিতাঃ । অথ সাধারণতারতম্যেনাপি তেষাং
তারতম্যমাহ পঞ্চভিঃ । তত্রাবরং মিশ্রভক্তিসাধকমাহ ত্রিভিঃ—রূপানুরক্ততদ্রোহ-
স্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্ । সত্যসারোহনবদ্বাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ । কাঠৈরহ-
তধীর্দাস্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ । অনীহো মিতভুক্শাস্তু স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ । অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ
কবিঃ ॥ ১১৯ ॥

পূর্ববর্ণিত সকল লক্ষণের সাররূপ উত্তম ভাগবতের অসাধারণ লক্ষণ
বলিতেছেন । সাক্ষাৎ শ্রীহরিই যাহার হৃদয় ত্যাগ করেন না অর্থাৎ
শ্রীহরি যাহার হৃদয়ে অনবরত স্মৃতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কখনও তাহার
হৃদয় ত্যাগ করেন না—যে শ্রীহরি অবশে অর্থাৎ অননুসন্ধানেও কীর্ত্তিত
হইলে নিখিল পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন । কেন ত্যাগ করেন না ?
যেহেতু প্রেমরজ্জুতে হৃদয়ে তাহার চরণকমল বাঁধা হইয়াছে । অতএব,